উৎসর্গ

●

মা ও বাবা

যাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক
কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
৫২/৩ পূর্বসিঁথি রোড
কলকাতা ৩০

প্রচ্ছদপট
রমেন আচার্য

মুদ্রক হেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার ইণ্ডাস্ট্রীজ (প্রাইভেট লিঃ)
৪এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৯

ব্লক নির্মাতা ও প্রচ্ছদপট মুদ্রক
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ১২

সূচীপত্র

ঝর্ণা-মন

ঝর্ণা-মন

স্মৃতির গোধূলি

স্মৃতির গোধূলি নামে জীবনের চতুর্দিক ঘিরে।

ছোটো স্মৃতি, বড়ো স্মৃতি, বিচিত্রিত করুণ স্মৃতিরা
একে একে ভিড় করে, ছায়া ফেলে, মনের মুকুরে ;
অতীতবিলাসী এই হৃদয়ের সরসীর তীরে
উদয়াস্ত বাজে কতো রমণীয় স্মৃতির মন্দিরা
অন্তহীন যন্ত্রণার সুগভীর মর্মভাঙা সুরে !

ভালো লাগে দুঃখ-স্নান ; জীবনের রক্তাপ্লুত শেষে
বাসনা ও বেদনার অতৃপ্তির মগ্ন পদাবলী
গেয়ে গেয়ে হৃদয়ের ধুলোরাঙা পথে পথে চলি
চিরদিন ; নর্মলিপি মুছে যায়। প্রেমের আবেশে
তবুও সমগ্র সত্তা কী বিহ্বল ! তৃষ্ণার আকাশে
যৌবনের সন্ধ্যাতারা সান্ত্বনার চোখ মেলে হাসে।

ইচ্ছার স্রোতের টানে ভাসি সেই স্বপ্নের উজানে,
যেই স্বপ্ন বড়ো তীব্র পিপাসায় আকাঙ্ক্ষাকাতর
এই আর্ত দেহমনে খেলা করে হাওয়ায় হাওয়ায়
কামনামদির কোনো ফাল্গুনের বিভোল সন্ধ্যায় ;
দু হাতে বিচূর্ণ করে অভীপ্সার স্পর্দ্ধিত পাথর
তবুও তো জয় করি সব ক্ষুধা প্রত্যয়ের গানে।

এবং আশ্চর্য আরও ঃ প্রবৃত্তির গূঢ় হাহাকার
স্মৃতির গভীরে স্থির, প্রশান্তির অমেয় উদ্ভাসে ;
জীবন ও মরণের জাগতিক সমস্ত মহিমা
যদিও বা ঝরে যায় একদিন, ম্লান দীর্ঘশ্বাসে
স্মৃতিরা অমর তবু প্রাণে নিয়ে বেদনা অপার।

স্মৃতির গোধূলি নামে ব্যাপ্ত করে জীবনের সীমা।

লগ্ন-লিপি

যে-গান জাগে তোমার মনে ব্যথার ভীরু সুরে
হে মায়াবতী, ফেনিল সাগর থেকে
তারই বেদন এখনো এসে
আমার বুকের গোপন দেশে
অনুরাগের বাসনা দেয় নিবিড় প্রেমে এঁকে।

যে-সাধ ঝরে তোমার চোখে শ্রাবণী রাত জুড়ে
হে মায়াবতী, অনাহত এই রাতে
তারই অতল করুণ মায়া
ফেলেছে গভীর হৃদয়ে ছায়া
দিয়েছে শাঁখা পরিয়ে অই বিজনতম হাতে।

যে-সাধ ঝরে, যে-গান জাগে
উদাস ধূ ধূ তিমিররাগে—
হাহাকারের জয়ের আগে
তাকেই খুঁজে আমি,
গহন বনে ছায়ার তলে
বৃথাই স্মৃতি ভোলার ছলে
স্মৃতির অকূল অন্ধকারে নামি।

বিরহ তার সুখ

বিরহ তার সুখ।
তাইতো সে-ও বেদনা দিয়ে ভরেছে ব্যাকুল বুক ;
বিফলতার অন্ধকারে যৌবনের আলো
লেগেছে তারও ভালো,
তবু তো সে-ও পুষেছে প্রাণে যন্ত্রণার কালো ;
বিরহ তার সুখ।

বিরহ তার সুখ।
কে জানে তার হৃদয়ে আজ হয়েছে কোন্ অসুখ।
কনকচাঁপা শেফালি তাকে ডাকে না কেন বলো,
কেন শিশিরে টলমলো
নম্র ভোরে, তার দুটি চোখ এমন ছলোছলো !
বিরহ তার সুখ।

বিরহ তার সুখ।
না হলে কেন পলাশবতী প্রণয়ও তার মূক ;
এমন দিনে না হলে কেন আকাশভরা গান,
ছুঁলো না তার প্রাণ—
জাগিয়ে ম্লান চেতনা জুড়ে তীব্র অভিমান !
বিরহ তার সুখ।

অষ্টক

মানুষের অনুভবে অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার মতো
একটি নির্জন স্বপ্ন বেঁচে আছে চিরকাল। স্মৃতি
অশ্রুর গঙ্গায় তাই পূত হয়; ফাল্গুনের ধৃতি
মনের গোপন দেশে কেঁদে মনে তাই অবিরত।

অথচ দুঃখের লগ্নে মাঝে মাঝে কী যে হাসি পায়
যৌবনের অভিজ্ঞানে! স্নিগ্ধ নীল তৃতীয় নয়ন
প্রজ্ঞার প্রদীপ হয়ে রাত্রিদিন ছুঁয়ে যায় মন,
এবং স্মৃতির পাখি থেকে থেকে কেবলই কাঁদায়।

তোমাকে ভালোবেসে

দুরন্ত ঝড়ের মতো তুমি যে কখন
ছুঁয়ে গেছো হৃদয়ের গভীর গহন !

তার সব ভুলে গেছি ; উদাস এ-প্রাণ
বারবার আজ গায় শুধু এই গান ঃ

ধূসর এ-ধরণীতে ফের যদি আসি
তবু যেন তোমাকেই আমি ভালোবাসি।

পথ হাঁটি আর ভাবি

পথ হাঁটি আর ভাবি ঃ
কী যে ভালো এই বাংলাদেশ !

এ-দেশের আম জাম কাঁঠালের ছায়া
কী নরম স্নেহস্পর্শে স্নিগ্ধ করে কায়া !
এই দেশে প্রতিদিন তুলসীর মূলে
প্রাত্যহিক জীবনের সব জ্বালা ভুলে
দীপ জ্বালে গোধূলিতে সলজ্জ বধূরা ;
এইখানে পদাবলী কীর্তনের পালা
তাপিত প্রাণের সব দূর করে জ্বালা ।
এখানে নদীর বুকে ভাটিয়ালী গান
কী যে তীক্ষ্ণ বেদনায় ছুঁয়ে যায় প্রাণ !
এইখানে বারোমাস অজস্র পার্বণ
নিবিড় আনন্দে ভরে প্রত্যেকের মন ।
এইখানে ঘরে ঘরে রূপসী বধূরা
ধান ভানে, গান গায়, খই মুড়ি ভাজে—
আবার কখনো সাজে অপরূপ সাজে ;
কপালে সিন্দুর টিপ, হাতে শুভ্র শাঁখা—
নাকে নথ, সারা দেহ লজ্জা দিয়ে ঢাকা ;
(এই দেশ ছেড়ে বলো কোন্ দেশে যাবো,
কোথায় এমন শান্তি আর আমি পাবো ।)

পথ হাঁটি আর ভাবি ঃ
কী যে ভালো এই বাংলাদেশ !

এক স্মৃতিসর্বস্বের অন্তর্পঞ্জী

আমার সামনে স্মৃতি
পেছনে স্মৃতি
স্মৃতির মধ্যে ঘর,
আমার বুকের মধ্যে থেমে আছে অযুত স্মৃতির ঝড়।

রক্তে আমার স্মৃতির গান,
স্মৃতির প্রেমেই ব্যাকুল প্রাণ ;
আমার মনের বনে স্মৃতির আগুন—
ইচ্ছার দেহে জ্বলছে ফাগুন।

স্মৃতি আমার রাত্রিদিন
বাড়িয়ে চলে প্রাণের ঋণ ;
স্মৃতির হাতে কবিতা আমার দিয়েছে ধরা,
স্মৃতিগুলো সব দুঃখ-সুখের গোলাপ চাঁপার গন্ধে ভরা।

আমি যে-দিকেই চাই কেবল স্মৃতি
আমি যে-দিকেই যাই কেবল স্মৃতি
স্মৃতি, স্মৃতি এবং স্মৃতি······
শুধুই স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি ·······

আমি কোথায় যাবো, কোথায় যাবো,
কোথায় গেলে এই দুরন্ত স্মৃতির থেকে মুক্তি পাবো ?
বলতে পারো, বলতে পারো, স্নেহের আরতি
কেমন করে শান্ত হবে এই হৃদয়ের স্মৃতির দহন-রতি ?

দ্বাদশ পঙ্‌ক্তির লেখা

স্নিগ্ধ মুখ দীর্ঘ চোখ। হবে বুঝি উত্তরপঁচিশ
স্বপ্নের ঝর্ণায় স্নাতা সে-নারীর গহন হৃদয়;
ঘন চুলে প্রদোষের অন্ধকার; এক যন্ত্রণার
দাবানলে দগ্ধ হয়, তবু গায় জীবনের জয়।

স্মৃতির শিশিরবিন্দু চেতনার প্রহরে প্রহরে
অদ্বিতীয় আবেগের পুষ্পাকীর্ণ হৃদয়-বাগানে
ঝরে পড়ে; সৌরস্বপ্ন তাই জেগে থাকে অনিমিখে
কালো পটভূমিকায় ;—মননের তীব্রতম টানে।

এবং তারও কাম্য ধৃতি। কল্পনার নৌকো করে
শেষবার প্রাণ-গঙ্গা পারাপার ঈপ্সিত বলেই
সে এখনো দুঃখ পেয়ে আনন্দের স্বাদ পেতে চায়,
যদিও জীবনে তার এতোটুকু ম্লানিমাও নেই।

অন্তরতমাকে

এসো সখি, দু জনেই রূপের বিভঙ্গে বাঁধি যৌবনের ঘর।
জুড়িয়ে বিক্ষত প্রাণ, পূর্ণ করি শেষের প্রহর
অহর্নিশ যন্ত্রণার ধারাস্নানে।
গোধূলির আকাশের বাউল সৌম্য গানে গানে
ভরে নিয়ে আশাহত হৃদয়ের শূন্যপ্রায় ঘট,
বেদনার গাঢ় রঙে চলো তবে পূত করি বাসনার পট।

দ্যাখো সখি, বাসন্তিক প্রতীক্ষার অতল ব্যথায়
কারা যেন ভয়ে ভয়ে বারবার চোখ মেলে চায়
অভুক্ত আর্তিকে পুষে চেতনার অবচেতনায়।
কারা যেন চুপিচুপি পথ হাঁটে, গান গায়, বলে
নিথর কান্নার কথা কানে কানে,—ভাসে অশ্রুজলে।

আমার যৌবন তাই পুড়ে যায় দুঃখের অনলে।

বিলাসী ছায়া

কী জানি কোথায় কোন্ মন যন্ত্রণার মরুদাহে
পুড়ে গেছে, রেখে গেছে শুধুমাত্র ছায়ার বিলাসে
মুঠো মুঠো স্মৃতিচিহ্ন ; সেই স্মৃতি এখনো আমার
সমগ্র চেতনা জুড়ে বেঁচে আছে ধূ ধূ দীর্ঘশ্বাসে।

বেদনাবিলাসী ছায়া কিংশুকের দীর্ঘ ডালে ডালে
মাতামাতি করে আর ঝরায় হাজার কুঁড়ি, ফুল ;
আমি তার তলে বসে থাকি একাএকা। মনে হয় :
আমাদের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সব কিছু ভুল।

তবু আছে জীবনের অন্য এক মহত্তর মানে,
যার স্বপ্নে অগণন মানুষের হৃদয়বেদনা
শান্তির উৎসকে খোঁজে ; সুপ্রাচীন কবিতায় গানে
যার রূপ বেঁচে আছে মানবিক মহিমায়, প্রেমে।

আমি সেই সান্ত্বনায় তৃপ্ত হয়ে বসে থাকি আজ
বিলাসী ছায়ার নিচে অন্যমনে ; এক দূরগন্ধা
স্মৃতি নিয়ে গাঁথি মালা ;—করি তাতে সূক্ষ্ম কারুকাজ ;
ভুলে গিয়ে সব জ্বালা ভালোবাসি বিলাসী ছায়াকে।

একটি দুঃখের কবিতা

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলো ঠিক যেন বিরহের মতো
আমাকে বিধুর করে দূর হতে আরো দূরে ডেকে ;
মনের আকাশ ভরে সাতরঙা রামধনু এঁকে
স্মৃতির বীণায় তোলে কলাবতী সুর-স্বপ্ন কতো !

তখন হৃদয়ে হয় সেই ক্লান্ত নাটকের শুরু—
অকারণ বেদনায় যে-নাটক অসহ্ করুণ ;
পরিচিত হাহাকারে ভীরু বুক কাঁপে দুরুদুরু,
ধীরে নামে যবনিকা ; (নায়কের নয়ন অরুণ ।)

মুছে আসে একে একে পৃথিবীর সব পরিচয় ;
বিমূর্ত আবেগময় চেতনার অতল সাগরে
থেকে থেকে জাগে ঢেউ কী গম্ভীর আর ব্যথাময় !
সেই যে হারানো মুখ,—বারবার তাই মনে পড়ে।

দু চোখে আষাঢ় নামে ; হতাশার মেঘ রাশি রাশি
প্রাণের আকাশে ভাসে ; যৌবনের পাহাড়িয়া নদী
মানে না তো কোনো বাধা ; কোনোদিনো তাকে পাই যদি
তাহলে জানাবো তাকে 'তোমাকেই আমি ভালোবাসি।'

তোমার নামে

তোমার নামে আজো দু চোখ ছলোছলো
পাখীর গানে গানে আকাশ টলোমলো।

তোমার নামে আজো ফুলের সমারোহ
স্মৃতির হ্রদে হ্রদে ধূসর মায়ামোহ।

তোমার নামে আজো হৃদয়ে ভালোবাসা
আহত মনে মনে নীরবে কাঁদাহাসা।

তোমার নামে আজো জীবনে নীলমায়া
গভীর চোখে চোখে করুণ কালোছায়া।

হৃদয়ে কোথাও নেই ফাল্গুনের চিহ্নমাত্র আর,
বেদনার অশ্রুজলে মুছে গেছে বসন্তের ছবি ;
আহত জীবনে শুধু শূন্যতার ধূ ধূ হাহাকার –
দু নয়ন ভরে জাগে বিষাদের তীব্র ব্যথাভার।
আমি তাই ভয়ে মরে যাই ;
তবু আশার করবী
আঁধার মনের বৃন্তে এখনো যে আলো হয়ে ফোটে,
প্রেমের রাখাল আসে বাঁশী হাতে হৃদয়ের গোঠে।

প্রেম ও অপ্রেম

(এক ঃ প্রেম)

সে এক দারুণ তৃষ্ণা। ফাল্গুনের দাহের মতন
হৃদয় আচ্ছন্ন করে রাখে অনুক্ষণ
তীব্রতম বেদনার গানে ;
কখনো বা ছুটে যায় খুঁজে পেতে অজানা ভুবন
ভালোবাসার ; স্বপ্নের দূরযানী টানে
কতো ইচ্ছা অনুভবে আনে !

সে এক আর্তির গাথা ; চেতনার গহন প্রদেশে
কী তুমুল ঝড় তোলে যৌবনের দুঃখ ভালোবেসে !

(দুই ঃ অপ্রেম)

প্রেমের বেদনা থাকে অপ্রেমের গভীরে নিহিত—
অথচ মানুষী জ্ঞানে স্বীকারোক্তি নেই
এ-সত্যের ; হিসেবের খেই
যদিও হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে, তবু অলিখিত
কোনো স্বপ্ন প্রাণে আসে যেই,
অপ্রেমের সংজ্ঞা অমনি হয় পরিমিত।

প্রেম ও অপ্রেম যেন সহোদরা দুটি মুগ্ধ বোন,
আলো ও আঁধারে ছোঁয় হৃদয়ের দূরতম কোণ।

স্মৃতিদাহ

না মানসী, স্মৃতিকে আর জ্বেলো না।
আজ স্মৃতির তটে তীব্রতম যন্ত্রণার
ধূ ধূ মরু ছড়ায় কেবল তীক্ষ্ণ হাহাকার ;
না, স্মৃতিকে আর জ্বেলো না।

মন উদাস, হৃদয় অথই ; তাই স্বপ্ন হলো
আকাশবতী। আহত প্রাণের একতারায়
তবুও কেন একটি ব্যথা কান্নাকরুণ সে-গান গায় ?
আহা, তুমি স্মৃতিকে কেন জ্বাললে বলো !

স্মৃতিরা আজ দুঃখবতী। মনের আগুনে
নীরবে তাই দগ্ধ হই। না, আমাকে ডেকো না—
হারানো দিনের স্বপ্নমায়া হৃদয়ে আর এঁকো না ;
কাটুক আমার রিক্ত রাত দুঃখেরই জাল বুনে।

না মানসী, স্মৃতিকে আর জ্বেলো না।
তামসঘন গভীর চোখে স্বপ্নকাজল মেখো না ;
অনুরাগের নিবিড় রঙ হৃদয়পটে রেখো না।

না মানসী, দোহাই তোমার স্মৃতিকে আর জ্বেলো না।

কল্যাণীর পথে ট্রেনে

একটি প্রাচীন গাছ তার গাঢ় স্নেহার্দ্র ছায়ায়
লক্ষ যুগ যুগান্তের অতলান্ত বিরহবেদন
রেখেছে সযত্নে ঢেকে ; যৌবনের গভীর মায়ায়
বুঝি তাই এ-আকাশ এ-বাতাস এমন উন্মন।

কাছে দূরে, দূরে কাছে, বিকেলের আলো-অন্ধকার
আঁকে কী করুণ ছবি থেকে থেকে! দিগন্তরেখায়
কয়েকটি গ্রামের চিহ্ন ক্ষীণ হতে ক্রমক্ষীয়মাণ।
পার হয়ে চলি ট্রেনে কল্যাণীর পথ ; ব্যর্থতার
সব স্মৃতি মুছে আসে ; হৃদয়ে সুতীব্র বেদনায়
কতো ইচ্ছা কেঁদে মরে,...আর জাগে বিরহার্ত গান

একটি ইচ্ছার স্বপ্ন

সে এক ইচ্ছার স্বপ্ন। যন্ত্রণার অনুক্ত শ্রাবণ
বিষণ্ণ মেঘের আর্তি বুকে নিয়ে, আমার দু চোখে
বেঁধেছে অশ্রুর ঘর ; অথচ এ উদাসীন মন
এখনো দ্যাখেনি তাকে বাসনার স্বর্ণিল আলোকে।

সে তো তবু খুঁজেছিলো অন্ধকার একটি হৃদয়
আমার এ-হৃদয়েরই মতো ; মৃত্যুকেও সে যেখানে
অদ্বিতীয় জন্ম বলে মেনে নিয়ে, নিঃসঙ্গের গানে
চেতনাকে ছুঁয়ে যাবে, বুকে নিয়ে অপার্থিব ভয়।

সে এক অনন্য স্বপ্ন—দূরযানী কল্পনার মতো
সে এক ইচ্ছার স্বপ্ন—ভীরু বুকে কাঁদে অবিরত।

সখেরবাজারে রচিত কবিতা

সখেরবাজারে এসে
বেদনার সব ঢেউ হৃদয়ের অন্ধকারে মেশে।

কী গভীর বিষণ্ণতা চেতনার গোপন গুহায়
জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, অবশেষে ঠিক ঝরে যায়
শীতার্ত পাতার মতো
অবিরত……অবিরত……।

মনের আকাশে মেঘ, কালো মেঘ, ঘন কালো মেঘ
জমে জমে একাকার,
আর এক তীব্র হাহাকার
আমাকে আচ্ছন্ন করে
আকাঙ্ক্ষার বিদীর্ণ প্রহরে—
যখন আকাশে জমে হৃদয়ের ঘন কালো মেঘ।

ব্যথার খনিতে আমি যাই, নেমে যাই ;
তারপর কখন যে নিজেকে হারাই
জানি না জানি না।
(হায় প্রেম, তুমি স্মৃতিহীনা
জীবনের পরিধিতে কোনোদিনো আনন্দ চেও না,
অপ্রেমের অন্ধ বাঁকে মুহূর্তের ভুলেও যেও না।)

সুতীব্র দুঃখের কথা কাকে যে জানাই,
সখেরবাজারে এসে ভাবি শুধু তা-ই।

একটি আকাশ, একটি হৃদয় ঃ আকাশ-হৃদয়

একটি আকাশ, একটি হৃদয় ঃ আকাশ-হৃদয়।
সমস্ত ভয়
ভুলেছে হৃদয় ;
একটি আকাশ, একটি হৃদয় ঃ আকাশ-হৃদয়।

রাতের আঁধার আকাশভরা তারার মেলা,
দেখেই আমি ভাসিয়েছিলেম আমার ভেলা ;
অন্ধকারের অন্তরালে সুরের খেলা
আলোর প্রেমে ধন্য হলো ; আকাশভরা লক্ষ তারার মেলা।

নদীর বুকে স্রোতের গান
শুনতে পেলে বিবশ প্রাণ
মুখর হয় ; প্রেমের উজান
ঢেউয়ের বাঁকে শুনতে সে চায় আপন গান।

আজকে হৃদয় ভুলতে যে চায় সমস্ত ভয়,
একটি আকাশ, একটি হৃদয় ঃ আকাশ-হৃদয়।

কবির ভূমিকা

একথা নিশ্চয় জানো পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে
যেমন নায়িকা আছে, তেমনি আছে অনেক নায়ক
যার যার অভিনয়ে মত্ত ; আর অভিনয়কালে
তাদের যেমন ছাখো, আসলে যে সেটা সত্য নয়,
আশা করি এ-সত্যও জানো তুমি। (তবু কতো ভয়
তাদেরও মলিন করে, ভেবে ছাখো, অভিনয়কালে !
যেহেতু তারাও জানে প্রতিক্ষণ মৃত্যুর সায়ক
চলেছে আচ্ছন্ন করে প্রত্যেককে দুঃখের প্রপঞ্চে।)
অথচ প্রবহমাণ চিরনব এই পৃথিবীতে
একমাত্র কবিরাই চিরসুখী, মরণবিজয়ী ;
কারণ তাদের চোখে জন্মমৃত্যু সব একাকার
হয়ে যায় বারবার কল্পনার অলৌকিক রীতে।
এবং গভীর অর্থে তারা সব বেদনাবিজয়ী—
অন্তরে তাদের শান্তি, প্রাণে প্রেম, চোখে স্বপ্নভার।

একটি অনুভব ঃ রবীন্দ্রনাথের স্মরণে

একদিন চলে যাবো সকলেই পরিচিত এই
পৃথিবী ও জীবনকে পিছে ফেলে রেখে ; এই দিন,
এই রাত্রি, সকালের বিকেলের লক্ষ কোটি স্মৃতি,
এই স্নিগ্ধ সূর্যোদয়, নিবিড় সূর্যাস্ত, ছায়া, রোদ,
সমস্তই পিছে ফেলে চলে যাবো, চলে যেতে হবে।
কিছুই থাকবে না মনে ; বিচিত্রিত ঘটনার খেই
সমস্ত হারিয়ে যাবে ; হৃদয়ের অন্তহীন ঋণ
হবে না কখনো আর পরিশোধ। এই বুঝি রীতি
জীবন ও যৌবনের ? সব স্বপ্ন, সব তীক্ষ্ণ বোধ
ভুলে গিয়ে, সাড়া দেবো মরণের প্রমত্ত বৈভবে।

অথচ আশ্চর্য ঃ এই দুঃখদগ্ধ আর্ত পৃথিবীতে
কেউ কেউ বেঁচে থাকে চিরকাল কোনো কোনো মনে
মরণকে জয় করে ; কবিতার দ্বিতীয় ভুবনে
তুমিও তেমনই, স্থির, বেঁচে আছো চিরায়ত রীতে।

যখন নেমেছে শীত

যখন নেমেছে শীত কুয়াশায় নিষিক্ত বাগানে,
তখন দেখেছি আমি একজোড়া কপোত-কপোতী
বেঁধেছে গাছের ডালে স্বপ্নময় নীড় ; ভীরু গানে
ভরেছে সন্ধ্যার লগ্ন প্রাণে নিয়ে যৌবনের রতি।

আমার প্রণয়ও তেমনি একজন মানুষীর কাছে
ভোরের তারার মতো সান্ত্বনার আলোক ছড়িয়ে
প্রহর প্রতীক্ষা করে। বাগানের 'এজেলিয়া' গাছে
(পুষ্পের রেণুর মতো অনুরাগ হৃদয়ে জড়িয়ে)
তাই তার ছবি খোঁজে ; আর তাকে ভেবে মনে মনে
একান্তে উদাস হয়ে আকাশের চোখে চোখ রাখে।
শুধু তারই অন্বেষণে একমনে মহুয়ার বনে
ঘোরে ফেরে।

দুঃখের ঈশ্বর তবু তাকে দূরে রাখে।

হেমন্তের দিনলিপি

এক

একটি অচেনা পাখি বারবার উড়ে এসে বসে
জানালার পাশে ;
তারপর জানালার ফ্রেমে গলা ঘষে।
অবাক দু চোখে চায়
চারিদিকে ; কখনো বা হেমন্তের মত্ত গান গায়—
করুণ ছায়ারা নামে গোধূলির ঘাসফুলে আর ঘাসে ঘাসে।

দুই

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ দিন কেটে যায়
হেমন্তের মদির সন্ধ্যায়।
রাত্রি আসে তারা-ফুলে আকাশের সুবিশাল বাগানকে ঢেকে ;
জানালার ধারে আমি বসে থাকি একা
স্মৃতিতে আগুন জ্বেলে নিয়ে ;
কখনো বা খুঁজে পাই অতীতের ক্লান্ত স্বপ্নরেখা।
হে যৌবন, যন্ত্রণায় হৃদয় রাঙিয়ে
কোন্ ভ্রষ্ট মৃতসাধ দিতে চাও অনুভবে এঁকে ?

রেসারেকশান

তুমি যদি না-ই থাকতে তাহলে যে কী করে আঁকতাম
যৌবনের রেখাচিত্র হৃদয়ে ! কী করে যে ঢাকতাম
দুইচোখ ফাল্গুনের আনন্দের তীব্র যন্ত্রণায় !
তরঙ্গে তরঙ্গে দীর্ণ হয়েও কী করে বাইতাম
বাসনার সপ্তডিঙা ! আহা, কী করে যে নাইতাম
তোমার মনের সান্দ্র অতলান্ত নীল মেঘনায় !

তুমি আছো তাই আমি আছি বাসন্তিক রূপবৃত্তে
বন্দী হয়ে ; আমি আছি তাই তুমি আছো কুয়াশার
মায়ামৃগ বেঁধে নিয়ে শাড়ীর আঁচলে। ধূ ধূ মরু
দু জনেরই অনাগত রাত্রিদিন আচ্ছন্ন করেছে
অন্য এক অভিজ্ঞানে ; বুঝি তাই প্রকৃতির নৃত্যে
দু জনেরই নীল চোখে ঝরে সেই গূঢ় হাহাকার।

যৌবনের যন্ত্রণায় প্রত্যয়ের শাল তাল তরু
দু জনের হৃদয়েই শপথের অরণ্য গড়েছে।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। খরস্রোতা হৃদয়ের হ্রদে
বাসনার ছায়া কাঁপে; অই দূরে মহুয়ার বনে
কে যেন হৃদয় চায় অন্য এক হৃদয়ে হারাতে।
কে যেন সপ্রেমে এসে একাএকা স্নিগ্ধ ভীরু পদে
হেঁটে যায় যৌবনের দীর্ঘ পথে, হাঁটে শূন্য মনে
আমার বুকের শান্ত ছায়াস্নাত নির্জন পাড়াতে।

চিনেও চিনি না তাকে। মনে হয়ঃ লক্ষ যুগ আগে
সে যেন আমারই হয়ে বেদনার অনুক্ত কবরে
শুয়ে ছিলো স্থির হয়ে জীবনের যন্ত্রণার শেষে।
যেন তার শপথের আকাশের সান্দ্র সন্ধ্যারাগে
(ব্যাকুল আর্তিকে পুষে অনুভবে, বাউল প্রহরে)
আমিই ছিলাম সূর্য, স্বপ্নাতুর প্রেমিকের বেশে।

বসন্ত জাগ্রত আজ। বসন্ত জাগ্রত হয়ে দ্বারে
আমাকে বেঁধেছে, আহা, যৌবনের এ কী অঙ্গীকারে

কার্নেশান

বলতো, এখন তাকে কী করে ফেরাই? যৌবনের
মায়াবী নৌকোর পালে বাসনার প্রমত্ত বাতাস
তার স্বপ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যদি এসে কেবলই হারায়—
বলতো, তাহলে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ফাল্গুন যা চায়

কোথায় আমি তা পাই? (ভ্রষ্ট প্রাণে তাই বারোমাস
পুষে রাখি মায়ামৃগ সুনির্মম এই দহনের।)

কী করে যে তাকে ভুলি, কার্নেশান ফুলের মতন
দেহের সৌরভ যার মুগ্ধ প্রেমে ছুঁয়ে যায় মন!

অন্তর্লীন

আমি তাকে ভালোবাসি এ-কথা সে এখনো জানে না।
অথচ বাগানে যুঁই, বেলী, চাঁপা, হেনা
আগের মতোই ঝরে
সকালের বিকেলের ধূসর প্রহরে ;
দুপুরের আকাশের নীলের গভীরে
সে-মন হারিয়ে যায় ; বেদনার মীড়ে
একটি নিভৃত ইচ্ছা তার প্রাণে ভাষা খুঁজে মরে।

হে আকাশ, তুমি তাকে মুক্ত করো। এখনো জানে না
সে আমাকে ; কী উপায়ে শোধাবে যে অমেয় সে-দেনা
আজো সে জানে না। তাই কাঁদে বসে একাএকা
হৃদয়ের ঘরে।

অতলান্ত

জেনেছি তো বধূ তোর বাসন্তী হৃদয় ভরা প্রেম।

তবু তোর সেই প্রেম যৌবনের মায়াবী ভৃঙ্গারে
আমাকে রাঙায় কই? ভিখারী সে-হাহাকার শুধু
আমাকে আচ্ছন্ন করে; যন্ত্রণার মরুভূমি ধূ ধূ
প্রাণের প্রান্তর ছোঁয়। এ-যৌবনে তবু বারেবারে
কেবল তোকেই দেই মধুমাসে মৃত্যুহীন প্রেম।

তবু তোর অনাদৃত আমার এ-প্রেমের স্বরূপ;
এ ব্যথা যে অতলান্ত! কী করে বোঝাবো তোকে বল
আহত মনের কথা। ব্যথাবিদ্ধ নিভৃত প্রণয়
একমাত্র তোকে খোঁজে; কেন? কেন? ভেঙে সব ভয়
কেন তোকে পেতে চায়? জানি না, জানি না; শুধু জল
দু নয়নে, তাতে ভাসে তোর সেই মূর্তি অপরূপ।

আমি শুধু চেয়ে থাকি; ফোটে না তো মুখে কোনো কথা,
কেবল দু চোখে জ্বলে কী যে এক তীব্র ব্যাকুলতা।

আমার মা

স্নেহময়ী আমার মা সহনের দীপশিখা হয়ে
ছড়ান অম্লান আলো প্রত্যেকের অন্ধকার প্রাণে
প্রতিদিন প্রতিরাত ; অন্তহীন কল্যাণের টানে
আমরা সকলে তাই বন্দী তার হৃদয়-বলয়ে।

আমাদের জীবনের যন্ত্রণার ধূ ধূ সাহারায়
তিনিই তৃষ্ণার জল ; পান করে অঞ্জলী অঞ্জলী
জুড়াই প্রাণের দাহ। তার পথে সকলেই চলি ;
সবাই পবিত্র হই তার পূত অশ্রুর ধারায়।

ক্ষমার কাজল চোখে মেখে নিয়ে যখন তাকান
ম্লান হেসে আমাদের দিকে, কিংবা বলেন যখন
'তোদেরই শান্তির স্বপ্নে জনয়িত্রী আমার এ-মন
অকারণে ভয় পায়, হাসে, কাঁদে, ফের গায় গান'-
তখন সবারই মনে জেগে ওঠে আনন্দ দুর্মর।

আমি দেখি তার স্নিগ্ধ দু নয়নে স্নেহের নির্ঝর।

শারদ প্রার্থনা

সবাই থাকুক সুখে। এই পৃথিবীর
এমন নিবিড়
পথ, ঘাট, নদী, বন, সোনালি প্রান্তর—
আর কুঁড়েঘর,
পূর্ণতায় ভরে যাক ভরে যাক আজ ;
গৌরবে মণ্ডিত হোক জীবনের শত তুচ্ছ কাজ।

অন্ধকার দূর হোক। আসুক আলোক।
সব দাহ, শোক
ডুবে যাক প্রশান্তির স্নিগ্ধতম জলে ;
দুঃখের বদলে
সকলেই খুঁজে পাক আনন্দের আলো ;
দূর হোক সকলের জীবনের অন্ধকার কালো।

ভালোবাসার মেয়ে-কে

তুমি কখন এলে অবাক চোখে তারার মতো ছেয়ে
প্রাণের আকাশ!
ধন্য হলো পুণ্য হলো তোমার ভীরু প্রেমের হ্রদে নেয়ে
বিভোল বাতাস।

তুমি কখন এলে
আমার মনের উঠোনকোণে তুলসীবেদী মূলে
সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে—
কাঁদাতে এলে সাজাতে এলে সুরের ফুলে ফুলে।

এবার থামো; দোহাই তোমার এবার তুমি থামো,
দেহের এই তীরকে ছেড়ে মনের জলে নামো;
গভীরে যাও, আরো অনেক গভীরে চলে যাও,
ভালোবাসার নিঢেউ জলে এবার ডুব দাও।

দুই স্তবকে

কান্না যদি পান্না আর দুঃখ যদি সুখ
কোন্ কামনা করেছে তবে তাকেও উন্মুখ ?
ফাগুন যদি আগুন হয়ে দুই নয়নে ঝরে,
তাহলে তাকে কেমন করে বিলোল প্রহরে
খুঁজবো বলো—
হৃদয় যার ভালোবাসায় নিবিড়, ছলোছলো !

আর্তি যার চোখের কোণে ঝরছে অবিরত
রাত্রিদিন স্বপ্নে সুরে বৃষ্টিরোদের মতো,
স্মৃতির ঢেউয়ে মুখর যার মনের হ্রদের তট,
ব্যথার জলে ভরেছে যার স্মৃতির সোনার ঘট,
কেমন করে—
ভুলবো তাকে পূর্বরাগের দীঘল প্রহরে !

কলকাতায় আকৈশোর

কলকাতায় আকৈশোর থেকে
দেখেছি পথের পর পথ গেছে বেঁকে
আদিম সে-পিপাসার ঘৃণ্য মোহনায় ;
অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকায়
জ্বলেছে ক্ষুধার তারা
হৃদয়ের মাতাল আকাশে।

অথচ, তবুও প্রেম প্রাণ পেতে চায়
প্রতীক্ষার বসন্তের তীব্র বেদনায়
প্রতিটি হৃদয়ে ;
এবং আশ্চর্য আরো : যৌবনের ভয়ে
অথবা দুঃখের দাহে প্রতিক্ষণ মরে যায় যারা,
গণিকা এ-কলকাতাকে তারাও সপ্রেমে ভালোবাসে।

মায়া নীড়

সে কী তবে রাঙাবে না রাঙাবে না কখনোই আর
হৃদয়কে গাঢ় রঙে ? ইশারায় মায়ার আভাসে
কোনো রাতে জ্বালাবে না নীল তারা মনের আকাশে ?
(আর বুঝি আমি আহা পাবো না পাবো না দেখা তার।)

তবু কেন স্বপ্ন দেখি অকারণ সুখের আশায় ?
কেন তবু হৃদয়ের পিপাসার শেফালিকা ফুল
রাত্রির নির্জনে ফুটে করে আজো আমাকে আকুল ?
কেনইবা এ-হৃদয়ে গান জাগে বিহ্বল ভাষায় !

মায়া নীড় ভেঙে গেলে প্রেমিকের স্বপ্ন-দেখা মন
ভেঙে যায় বারবার ; ভেঙে যায়, তাও কী জানি না ?
জানি জানি, তবুওতো দুই চোখে প্লাবন আনি না ;
তাইতো আমার দুঃখ আজো এতো অতলগহন।

তবে কী কখনো আর পাবো না পাবো না তাকে ফিরে ?
সে কী আর কোনোদিনো কাঁদাবে না রাত্রির তিমিরে ?

চতুর্দশপদী

মাঝে মাঝে মনে পড়ে পৃথিবীর সেই সব দিন
এবং রাত্রির স্মৃতি, যখন ঘুমের শান্ত কোলে
নিজেকে হারাই আমি ; এই প্রাণ সব ব্যথা ভোলে
প্রাত্যহিক স্থূলতার, তবু বাড়ে হৃদয়ের ঋণ।

তাইতো মনের জ্বালা অহর্নিশ আমাকে পোড়ায়
বঞ্চনার তীব্র দাহে ; যৌবনের পিপাসার তীর
এখনো আমাকে বিঁধে ; এ-জীবন তবুও নিবিড়
যন্ত্রণার পদাবলী আর সেই ক্লান্ত গান গায়।

হে আকাশ, হে আমার নীলকান্তমণির আকাশ,
একমাত্র তুমি পারো এই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার মাঝে
শান্তির আশ্বাস দিতে ; আহত হৃদয়ে আজো বাজে
তোমারই স্বপ্নের সুর, দাও তুমি স্নেহের আভাস।

কী জানি কোথায় আছে সেই সব রাত্রি আর দিন,
যাদের স্মরণে আজো বেড়ে যায় হৃদয়ের ঋণ।

সতত কাটাতে চাই তবু না কাটাতে পাই
সংসারের মায়া ;
প্রতিক্ষণ নিত্যরঙ্গে আমার গেরুয়া অঙ্গে
ফেলে গাঢ় ছায়া
আমাকে প্রলুব্ধ করে অযুত প্রহর ধরে
পার্থিব বৈভব ;
কঠিন সাধনা আর তপস্যার অঙ্গীকার
ব্যর্থ হয় সব।
ধ্যানের গভীরে নামি নিজেকে হারাতে আমি
পারি না তো আর,
দেহ আর মন ভরে তাই শুধু ওঠে গড়ে
ক্ষোভের পাহাড়।
তাইতো এখন ভাবি মুক্তির হারানো চাবি
সংসারেই আছে—
যেখানে সুখের দুখ এবং দুখের সুখ
এক হয়ে বাঁচে।

জন্মের থেকে

জন্মের থেকে বলছি :
মৃত্যুর কবর খুঁড়ে
কোনোদিনো পাবে না আমাকে কেউ।

আমি থাকি চিরন্তন জন্মের দেশেই।

যেখানে পলাশ ফোটে—দুঃখের পলাশ,
যেখানে শেফালি ঝরে—অশ্রুর শেফালি,
আর শিমূল আর কৃষ্ণচূড়া
তীব্রতম বেদনার আর বাসনার

সেইখানে, আমি থাকি সেইখানে।

মৃত্যুর পাহারা এড়িয়ে
আমি বাঁচি
মৃত্যুহীন জন্মেরই মৃত্যুহীন দেশে।

আজ তার স্মৃতি ঝরে

আজ তার স্মৃতি ঝরে মনের বাগানে
বকুল শেফালি কিংবা গোলাপের মতো,
একটি হারানো ইচ্ছা আজ অবিরত
থেকে থেকে ভেসে আসে হৃদয়ের টানে।

তার স্মৃতি প্রাণে ঝরে প্রপাতের মতো
এই সব অবিষণ্ণ রাত্রিদিন জুড়ে ;
বাসনার বেদনার হাহাকার যতো
একে একে ভেসে যায় শূন্যের সুদূরে।

একুশ বসন্ত ধরে স্মৃতির শিকড়ে
ঢেলেছি দুঃখের অশ্রু ; ওই সব স্মৃতি
আমাকে দিয়েছে প্রেম,—যৌবনের ধৃতি ;
স্মৃতিগুলো ব্যথা হানে হৃদয়ের ঘরে।

অশান্ত ইচ্ছার লগ্নে স্মৃতিগুলো ঝরে ;

স্মৃতি ঝরে, মনে পড়ে, তাকে মনে পড়ে··

জুনের জর্নাল

১

এই জুনে আর কোনো কথা বলা নয়।
নীরবে পেরিয়ে এসে সব বৃথা ভয়
আজ শুধু ভালোবাসা ; তোমাতে আমাতে
নতুন স্বপ্নের জাল বোনা,—স্মৃতি তাতে
খুঁজে পাবে যৌবনের মহত্তম মানে,
শেফালি কিংশুক কিংবা বকুলের গানে।

২

আমি যাবো সেই দেশে যেখানে জুনের
স্বপ্নাতুর দিন আর স্নেহবতী রাত
শুয়ে আছে সময়ের কোলে মাথা রেখে।
তুমি কি যাবে না সঙ্গে ? কিংবা গেলে ফের
ফিরে এসে কাঁদাবে না রেখে শূন্য হাত
এই হাতে, একরাশ অন্ধকার মেখে ?

মেলোড্রামা

যার নাম ভালোবাসা আমি তার শিথিল শিথানে
মাথা রেখে শুয়ে আছি কতোদিন কতোরাত্রি ধরে !
'এজেলিয়া' ফুলে ফুলে কতো স্মৃতি···মহুয়ামাতাল
ইচ্ছার কতো না স্বপ্ন অহর্নিশ আবর্তিত বুকে !

ভোরের বাউল বুঝি নিশান্তের অপরূপ গানে
আমাকে বিমুগ্ধ প্রেমে বন্দী করে তাই ; বৃষ্টি-ঝড়ে
প্রাণের বিচিত্র চিত্র মূর্ত হয়, চেতনার খাল
ভরে যায় মগ্ন লগ্নে—ভরে যায় অপার্থিব সুখে।

আর সে-তৃষ্ণার ঢেউ ফাল্গুনের সুবিপুল টানে
হৃদয়ের তীরে এসে ভেঙে পড়ে আর ভেঙে পড়ে ;
আর সে রূপসী ছবি পলাশের মতো গাঢ় লাল
কামনার শর হানে যৌবনের চোখে আর মুখে।

আঠারো বসন্তের ডায়েরি থেকে

বিগত দিনের স্মৃতি ছিলো। ছিলো ছিলো
এতোদিন অনুভবে ছিলো
বিগত রাত্রির দাহ ;
খরস্রোতা এই উষ্ণ রক্তের প্রবাহ
তবু বহে কলস্বরে
প্রতিক্ষণ ; আর সেই তৃষ্ণার আগুনে বসে হৃদয়ের ঘরে
একাএকা দগ্ধ হই।

পুরোনো স্মৃতির নদী ছোটে সান্দ্র হৃদয়ের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে; থই থই
জল তার এলোমেলো…দীপ্র…তোলপাড়—
ইচ্ছার মাঝিমাল্লারা স্বপ্নের নৌকোয় করে যৌবন-সমুদ্র পারাপার,
এবং দুপুরে ক্লান্ত ডাহুক পাখিটি আর্ত গান গেয়ে জ্বেলে দেয়
স্মৃতিকে আবার।

তপস্যার মেঘ

সে যদি এ-কথা বলে বিনম্র প্রভাতে
আরক্তিম সূর্যকেই অনুভবে ধরে,
সুতীব্র পিপাসা নিয়ে স্নিগ্ধ আঙিনাতে
ফিরে এসে, আজ যদি স্মৃতিদীর্ণ ঘরে
বসে করে সেই প্রশ্ন? সে-ও যদি বলে
সেই কথা, যৌবনের ক্লান্ত হাসি হেসে?
তার শান্ত মুখচ্ছবি যদি স্বপ্ন-ছলে
আবার স্মরণে আসে, প্রতীক্ষার শেষে?

তাহলে কী করে আমি ফেরাবো যে তাকে,
তা-ই ভাবি নিশিদিন। অন্ধকার মেখে
ফাল্গুনের তীব্র দাহে যে পেয়েছে যাকে,
কী করে হারাবে তাকে স্থির চক্ষু রেখে
তপস্যার মেঘে? বলো, কী উত্তর তার
যে সায়ক-প্রশ্নে বিষ ঝরে যন্ত্রণার!

দিনান্তের প্রার্থনা

দিনের সোনালি আলো ম্লান হয়ে এলে,
দুই চোখে নেমে এলে ঘন কালো ছায়া,
মনের আকাশ ভরে স্মৃতি-তারা জ্বেলে
তুমি এসো এ-হৃদয়ে নিয়ে স্বপ্ন-মায়া।

সূর্যের উত্তাপ যদি স্নিগ্ধ হয়ে যায়
গোধূলির অতলান্ত ব্যথার আঘাতে,
তখনো তোমাকে যেন স্মৃতি খুঁজে পায়
দিনান্তের প্রার্থনার রিক্ত আঙিনাতে।

সমস্ত দিনের শেষে বিষণ্ণ প্রহরে
আদিগন্ত ঢেকে গেলে কান্নার আশ্লেষে,
শূন্যতায় সমর্পিত হৃদয়ের ঘরে
তোমাকেই পাই যেন প্রেয়সীর বেশে।

সে এখনো জানে না জানে না

আমার এ-হৃদয়ে যে ফুটেছিলো প্রণয়ের হেনা
সে এখনো জানে না জানে না ;
তার প্রেম কোনোদিনো ফুল হয়ে ফুটেছিলো কিনা
আমি আজো জানি না জানি না।

প্রতীক্ষার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফাল্গুনের রাত্রি গেছে বহে।
বেদনার দূর কালীদহে
সুতীব্র তৃষ্ণার লগ্নে এখনো যে হয়ে আছি বন্দী,
জানা নেই পালাবার ফন্দী ;
তাই দিন ফিরে গেছে, থেমে গেছে নৈশ পদাবলী ;
সংসারের পথে একা চলি।
তবু প্রেম, স্বপ্ন, স্মৃতি, মায়া প্রাণের অনতিদূরে
জেগে আছে বৈশাখীর সুরে।

আমার এ-হৃদয়ে যে ফুটেছিলো প্রণয়ের হেনা
সে এখনো জানে না জানে না ;
তার প্রেম কোনোদিনো ফুল হয়ে ফুটেছিলো কিনা
আমি আজো জানি না জানি না।

বালির সমুদ্রে

এখন আমি একটা বিপুল স্তব্ধতার মাঝখানে
এসে থমকে দাঁড়িয়েছি ; সে যে কী অসহ্য
থই থই নির্জনতা ! যে-দিকেই চোখ রাখছি
কেবলই ভাসছে ছবি, যন্ত্রণার চিত্রকল্প ঃ
কালজয়ী দুরন্ত স্মৃতির ; যে-দিকেই কান পাতছি
কেবলই শুনছি কান্না ঃ যৌবনের দুর্নিবার কান্না।

অথচ যদিও এখানে বালির সমুদ্র আদিগন্ত
আচ্ছন্ন করে বহতা, তবু অই দূরে···আরো
দূরে···আরো ঢের ঢের দূরে কিন্তু সুস্পষ্ট
আভাস স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর। কান পাতলেই
আমি শুনতে পাই সেই ভয়ঙ্কর নিঃশব্দের
স্বর ; সে এক ভীষণ করুণ আর্তির গাথার
মতো নিরন্তর আমাকে টানে—অদৃশ্য ইঙ্গিতে।
এখনো আমি তাই উদাস হৃদয়ে তাকিয়ে
আছি সেই দিকে···আদিঅন্তহীন সেই
এক চিরন্তন দিকে······সেই দিকে···সেই দিকে···
যার অদূরে বালি, সুদূরে জল।

দয়িতা

জীবনে তোমায় সঙ্গিনী চেয়ে
কতো না বেদনা কতো না ভয়!
মনের সুনীল আকাশ ছেয়ে
তবুও তুমিই বৈশাখী জয়।

আমিই তোমার দুঃখের দিন,
তুমিই আমার কান্নার রাত,
আমিই স্মৃতির দিগন্তে লীন—
তুমিই দয়িতা পূর্ণিমা রাত।

জ্যৈষ্ঠের জর্নাল

আমাকে কেবল দিও এক ফালি সুনীল আকাশ।
যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধূসর হৃদয়
ভুলে গিয়ে সব ব্যথা, মুছে ফেলে যতো বৃথা ভয়
স্মৃতির গভীর থেকে খুঁজে পাবে আরেক আভাস।

আজ এই জ্যৈষ্ঠ-ভোরে কিংবা তার মদির বিকেলে
প্রাণ কী যে পেতে চায় আমি তা জানি না;
জানি না বকুল কিংবা এক মুঠো শেফালিকে পেলে
এই দিনে এই মন মুগ্ধ হবে কি না!

এল্ ডোরাডো

হৃদয়-গঙ্গার ঘাটে যন্ত্রণার ঢেউ এসে থামে।
আর নামে
মেঘভার
অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার
দুরন্ত পিপাসাদগ্ধ যৌবনের পূবালী আকাশে।

কারা কাঁদে, কারা হাসে?
কে বা ব্যথা পেয়ে
নিজের সর্বস্ব ভোলে অন্য এক হৃদয়কে চেয়ে!
জানি না, জানে না কেউ;

কেবল স্মৃতির ঘাটে এলোমেলো ঢেউ
ভেসে এসে ঠাঁই পায়।
আমার হৃদয় তাই বারবার ফিরে যেতে চায়
বাসনার তীব্র নীল সেই অন্ধকারে,
যেখানে কান্নার সুর জেগে ওঠে 'এল্ ডোরাডো' অজস্র ফুলের
হাহাকারে।

মনে মনে ভাবি

মনে মনে ভাবি ঃ
পৃথিবীর চেনা পথে যেতে যেতে যদি পাই স্বর্গের চাবি !

অথচ চাবি পাই না,
পথও ফুরায় না ;
এই পৃথিবী থাকে,
তার চেনা পথ থাকে—
আমি সেই পথে একাএকা হাঁটি
আর হাঁটি।···

দিন যায় রাত্রি যায় এইভাবে ;
দিন গিয়ে রাত্রি আসে
রাত্রি গিয়ে দিন ;
ফুলের কুঁড়িরা ধরে গাছে গাছে
আর আমি কতো কথা ভাবি
আনমনে আর মনে মনে।

মেঘে মেঘে আকাশ গম্ভীর হয়ে আসে ;
তারপর হঠাৎ কখন বৃষ্টি নামে
টুপটাপ টুপটাপ—ঝমঝম ঝমঝম।

তখনো আমি মনে মনে ভাবি ঃ
যদি পাই পৃথিবীর চেনা পথে যেতে যেতে স্বর্গের চাবি !

নদী-স্বপ্ন

সারাদিন বসে আসি স্বচ্ছতোয়া নদীটির পাশে
একাএকা ; কেউ নেই কাছাকাছি,—মনের জানালা
খুলে দেই। কী গভীর বেদনায় ম্লান হয়ে আসে
হৃদয়ের চারিধার! ঝাউ ও কাশের ডালপালা
নুয়ে আসে বারবার হাওয়ার কান্নায় ; নদীটির
দুই তীরে সন্ধ্যা নামে ; আহা, কী যে করুণানিবিড়
সেই মুগ্ধ নদী-স্বপ্ন! আমি দেখি আমি দেখি, আর
ভুলে যাই সব কিছু : জীবনের যন্ত্রণা অপার।